ভোরের কাগজ

তারিখ 13 NOV 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

ভাঙচুর আহত ১০, গ্রেপ্তার ৪জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি হলে দখল পাল্টা দখলের ঘটনা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কবায়ত্তে থাকা হলগুলোতে গতকাল বুধবার আবারো দখল ও পাল্টা দখলের ঘটনা ঘটেছে। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত 'নান্নু, রতন, তমি বাবুল গ্রুপের' কর্মীরা জহুরুল হক, এএফ রহমান ও মুহসীন হল দখল করে নেয় এবং সকাল ১১টার দিকে হলগুলো আবার 'শামীম গ্রুপের' কর্মীদের দখলে চলে যায়। দখল ও পাল্টা দখলের ঘটনায় ১০ জন আহত এবং ১৫টি রুম ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পুলিশ জহুরুল হক হল থেকে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

গতকাল সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত গ্রুপের কর্মীরা ৩টি দলে বিভক্ত হয়ে সশস্ত্র অবস্থায় জহুরুল হক, এএফ রহমান এবং মুহসীন হলে প্রবেশ করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নান্নু ও বাবুলের নেতৃত্বে প্রায় ১০ জন কর্মী জহুরুল হক হলে প্রবেশ করলে গেটে পাহারারত ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল করে তাদের স্বাগত জানায়। এরপরই তারা ১৫টি রুম ভাঙচুর এবং শামীম আহমদের সমর্থক মানিক, তোফায়েল, মিলন, কাজলসহ ১০ জনকে মারধর করে। শামীম আহমদের অন্যান্য সমর্থকরা পালিয়ে যায় এবং তারা চলে যাওয়ার সময় ৪ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। মুহসীন হলে রতন ও হেমায়েত প্রবেশ করে তাদের দখলদারিত্ব ঘোষণা করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় দোতলা থেকে লাফ দিয়ে শামীম আহমদ গ্রুপের হল প্রধান কাদেরের একটি পা ভেঙে যায়। এএফ রহমান হলে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই তারা হল দখল করে নেয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দখলকারীদের অধিকাংশই ছিল বহিরাগত সন্ত্রাসী।

সকাল ১১টার দিকে জহুরুল হক হলের অতিথি কক্ষে একজন অপরিচিত যুবক দখলখারী গ্রুপের লতিফের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাকে গেটের বাইরে আসার অনুরোধ করে। গেটের বাইরে আসতেই সাদা পোশাকধারী পুলিশরা তাকে জাপটিয়ে ধরে পিকআপ ভ্যানে তুলে ফেলে। এছাড়া গোয়েন্দা পুলিশ এ সময় জহুরুল হক হল থেকে রেজা, বিপ্লব ও রিপনকে গ্রেপ্তার করে।

তাদের গ্রেপ্তারের পরই দখলকারী গ্রুপের নেতাকর্মীরা হল থেকে সরে পড়ে এবং এই সুযোগে শামীম আহমদের সমর্থকরা আবার হলে প্রবেশ করে দখলদারিত্ব কায়েম করে। এরপর পুলিশ হলগুলোতে অবস্থান নিলে দখলকারীরা চলে যায় এবং শামীম আহমদের সমর্থকদের আবারো দখলদারিত্ব কায়েম হয়।